সংবাদ

25 DEC 2016

কেশবপুরে শিক্ষক নিয়োগে কোটি কোটি টাকা বাণিজ্য!

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। সরকারি বিধি লঙ্ঘন করে এ সিন্ডিকেট শিক্ষক নিয়োগের নামে গত ৩ বছরে হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। এ অর্থ বাণিজ্যের কারণে অনেকেই নিয়োগ বোর্ডে প্রথম স্থান লাভ করেও চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) গত ২ নভেম্বর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে শূন্য পদের তালিকা চাওয়ায় এ সিন্ডিকেট মোটা অংকের টাকা অর্থ বাণিজ্য করার লক্ষ্যে আগামী ২৯ ডিসেম্বর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের দিন ধার্য করেছে। এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন আদালতে মামলাও করেছেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, কেশবপুর উপজেলায় ৭২টি মাধ্যমিক স্কুল, ৫৪ টি মাদ্রাসা ও ১১টি কলেজ রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে সরকারি নিয়োগ বিধি অনুযায়ী একজন ডিজির প্রতিনিধি (কোনো সরকারি স্কুলের শিক্ষক/ অধ্যক্ষ বা তার প্রতিনিধি), মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও পার্শ্ববর্তী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কমিটির মনোনীত কোন সদস্য থাকার কথা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান শিক্ষকগণ জানান, সরকারি নিয়োগ বিধি লঙ্ঘন করে এডিসি (শিক্ষা), ইউএনও ও কেশবপুর পৌরসভার মেয়র নিয়োগ বোর্ডে প্রশ্ন করছেন। তারা খাতা দেখে তাদের মনোনীত প্রার্থীকেই চাকরি দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সচিবকে নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করা হচ্ছে। না করলে তাদের ভয়ভীতিসহ নাশকতার মামালায় ঢোকানোর হুমকি দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা। গত তিন বছরে এ প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। এভাবেই সর্বশেষ গত ১০ নভেম্বর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদিকে, এনটিআরসিএ এর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দিলে এ সিন্ডিকেট আগামী ২৯ ডিসেম্বর উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়েগের জন্যে দিন ধার্য করেছে। এরমধ্যে সাগরদাঁড়ি মধুসূদন ইনস্টিটিউট, মাসুদ মেমোরিয়াল কলেজ, আড়ুয়া দাখিল মাদ্রাসা, কলাগাছি পল্লী মঙ্গল বিদ্যালয়সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের দিন ধার্য করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়া লাখ লাখ টাকা জায়েজ করতেই তড়িঘড়ি করেই এ নিয়োগ দেয়ার জন্যে ওই সিন্ডকেট মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভান্ডারখোলা সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন গত ২৯ নভেম্বর যশোর বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালতে মামলা করেছেন।

পাঁজিয়া ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহাতাব উদ্দীন জানান, এনটিআরসিএ এর ঘোষণা অনুযায়ী তার কলেজের ১৪টি পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কলেজের গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২ নভেম্বর শিক্ষক নিয়োগের তালিকা এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। এ খবর জানতে পেরে গত ১৯ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার কলেজের অধ্যক্ষকে ডেকে নিয়ে কেন তালিকা এনটিআরসিএ এর কাছে দেয়া হলো তা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে আলাপকালে জানা গেছে, তারা মেধাবী শিক্ষকদের পেতে এ সিন্ডিকেটের বাইরে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চান। কিন্তু ভয়ে তারা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, আমি নিয়োগ বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে থাকি। এছাড়া অন্য করা থাকেন তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সচিবরা জানেন।